শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

বিষয়ভিত্তিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা

বিষয়: জীবন ও জীবিকা | ৬ষ্ঠ শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২

বিষয়ভিত্তিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা

বিষয় : জীবন ও জীবিকা

শ্রেণি: ষষ্ঠ

শিক্ষাবর্ষ : ২০২৪

সূচিপত্র

ভূমিকা..........১
২০২৪ সালে ষষ্ঠ শ্রেণির শিখনকালীন মূল্যায়ন পরিচালনায় শিক্ষকের করণীয়..........২
ক) শিখনকালীন মূল্যায়ন..........২
খ) ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন..........৩
গ) শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে করণীয়..........৩
ঘ) আচরণিক নির্দেশক..........৩
ঙ) শিক্ষার্থীর ষাণ্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুতকরণ..........৪
চ) মূল্যায়নে ইনক্লুশন নির্দেশনা..........৪
ছ) মূল্যায়নে অ্যাপসের ব্যবহার..........৫
পরিশিষ্ট ১..........৬
শিখনযোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক বা Performance Indicator (PI)..........৬
পরিশিষ্ট ২..........৯
শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের টপশিট..........৯
পরিশিষ্ট ৩..........১৬
শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক..........১৬
পরিশিষ্ট ৪..........১৯
শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট..........১৯
পরিশিষ্ট ৫..........২২
আচরণিক নির্দেশক (Behavioural Indicator, BI)..........২২
পরিশিষ্ট ৬..........২৫
আচরণিক নির্দেশকে শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক..........২৫

ভূমিকা

সুপ্রিয় শিক্ষকমণ্ডলী,

নতুন জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২ এর সাথে ইতোমধ্যেই আমাদের পরিচয় ঘটেছে। উক্ত শিক্ষাক্রমের আলোকে ২০২৪ শিক্ষাবর্ষের মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে এই নির্দেশিকায় বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। নতুন শিক্ষাক্রমে গতানুগতিক পরীক্ষা থাকছে না, বরং সম্পূর্ণ নতুন ধরনের মূল্যায়নের কথা বলা হয়েছে। ইতোমধ্যে অনলাইন ও সরাসরি প্রশিক্ষণে নতুন শিক্ষাক্রমের মূল্যায়ন নিয়ে আপনারা বিস্তারিত ধারণা পেয়েছেন। এছাড়া শিক্ষক সহায়িকাতেও মূল্যায়নের প্রাথমিক নির্দেশনা দেওয়া আছে এবং ২০২৩ শিক্ষাবর্ষে আপনারা সফলভাবে শিখনকালীন মূল্যায়ন ও সামষ্টিক মূল্যায়ন সম্পন্ন করেছেন। তা সত্ত্বেও, মূল্যায়ন পদ্ধতি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের হওয়ায় এই মূল্যায়ন নিয়ে আপনাদের অনেক কিছু জানার থাকতে পারে। এই নির্দেশিকা মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় আপনার ভূমিকা ও কাজের পরিধি সুস্পষ্ট করতে সাহায্য করবে।

যে বিষয়গুলো মনে রাখতে হবে-

১. নতুন শিক্ষাক্রম বিষয়বস্তুভিত্তিক নয়, বরং যোগ্যতাভিত্তিক। এখানে শিক্ষার্থীর শিখনের উদ্দেশ্য হলো- কিছু সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা অর্জন। কাজেই শিক্ষার্থী শুধু বিষয়গত জ্ঞান কতটা মনে রাখতে পারছে, তা এখানে মূল্যায়নে মূল বিবেচ্য নয়, বরং যোগ্যতার সবকয়টি উপাদান জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে সে কতটা পারদর্শিতা অর্জন করতে পারছে, তার ভিত্তিতেই তাকে মূল্যায়ন করা হবে।

২. শিখন-শেখানো প্রক্রিয়াটি অভিজ্ঞতাভিত্তিক। অর্থাৎ শিক্ষার্থী বাস্তব অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের মধ্য দিয়ে যোগ্যতা অর্জনের পথে এগিয়ে যাবে। আর এই অভিজ্ঞতা চলাকালে শিক্ষক শিক্ষার্থীর কাজ এবং আচরণ পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়ন পরিচালনা করতে থাকবেন। প্রতিটি অভিজ্ঞতা শেষে পারদর্শিতার নির্দেশক অনুযায়ী শিক্ষার্থীর যোগ্যতা অর্জনের মাত্রা রেকর্ড করবেন।

৩. নম্বরভিত্তিক ফলাফলের পরিবর্তে এই মূল্যায়নের ফলাফল হিসেবে শিক্ষার্থীর অর্জিত যোগ্যতার (জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ) বর্ণনামূলক চিত্র পাওয়া যাবে।

৪. শিক্ষক সহায়িকা অনুযায়ী একটি অভিজ্ঞতা চলাকালীন সময়ে শিক্ষার্থী যে সকল কাজের নির্দেশনা দেওয়া আছে, উক্ত কাজগুলোকেই মূল্যায়নের জন্য বিবেচনা করতে হবে। বিষয়ভিত্তিক নির্দেশনার বাইরে শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত কাজ করানো যাবেনা।

৫. লক্ষ রাখতে হবে, অভিজ্ঞতা পরিচালনার সময় প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণগুলো যেন বিনামূল্যের, স্বল্পমূল্যের এবং পুনঃব্যবহারযোগ্য (রিসাইকেল) উপাদান দিয়ে তৈরিকৃত হয়। প্রয়োজনে বিদ্যালয় এইসব শিক্ষা উপকরণের ব্যয়ভার বহন করবে।

৬. মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শিখনকালীন ও সামষ্টিক এই দুটি পর্যায়ে সম্পন্ন হবে।

২০২৪ সালে ষষ্ঠ শ্রেণির শিখনকালীন মূল্যায়ন পরিচালনায় শিক্ষকের করণীয়

শিক্ষার্থীরা কোনো শিখন যোগ্যতা অর্জনের পথে কতটা অগ্রসর হচ্ছে, তা পর্যবেক্ষণের সুবিধার্থে প্রতিটি একক যোগ্যতার জন্য এক বা একাধিক পারদর্শিতার নির্দেশক (Performance Indicator, PI) নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিটি পারদর্শিতার নির্দেশকের জন্য তিনটি মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। মূল্যায়নের সময় শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার ভিত্তিতে এই নির্দেশকে তার অর্জিত মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে (ষষ্ঠ শ্রেণির এই বিষয়ের যোগ্যতাসমূহের পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ এবং তাদের তিনটি মাত্রা পরিশিষ্ট-১ এ দেওয়া আছে। প্রতিটি পারদর্শিতার নির্দেশকের তিনটি মাত্রাকে মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের সুবিধার্থে চতুর্ভূজ, বৃত্ত, বা ত্রিভূজ (□ ○ △) দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে)। শিখনকালীন ও সামষ্টিক উভয় ক্ষেত্রেই পারদর্শিতার নির্দেশকে অর্জিত মাত্রার উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা অর্জনের মাত্রা নির্ধারিত হবে।

শিখনকালীন মূল্যায়নের অংশ হিসেবে প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতা শেষে ঐ অভিজ্ঞতার সাথে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত মাত্রা নিরূপণ করতে হবে এবং তথ্য সংরক্ষণ (রেকর্ড) করতে হবে। এছাড়া শিক্ষাবর্ষ শুরুর ছয় মাস পর একটি এবং বছর শেষে আরেকটি ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হবে। সামষ্টিক মূল্যায়নে শিক্ষার্থীদের পূর্বনির্ধারিত কিছু কাজ অ্যাসাইনমেন্ট, প্রকল্প ইত্যাদি) সম্পন্ন করতে হবে। এই প্রক্রিয়া চলাকালে এবং প্রক্রিয়া শেষে একইভাবে পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত মাত্রা নির্ধারণ করা হবে। প্রথম ছয় মাসের শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের তথ্যের উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীর ষাণ্মাসিক একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি হবে। প্রথম ষাণ্মাসিক মূল্যায়নের রেকর্ড, পরবর্তী ছয় মাসের শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং বার্ষিক সামষ্টিক মূল্যায়নের রেকর্ডের সমন্বয়ে পরবর্তীতে বার্ষিক ট্রান্সক্রিপ্ট এবং রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করা হবে।

ক) শিখনকালীন মূল্যায়ন

এই মূল্যায়ন কার্যক্রমটি শিখনকালীন অর্থাৎ শিখন অভিজ্ঞতা চলাকালে পরিচালিত হবে।

- ✓ শিখনকালীন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতা শেষে শিক্ষক সংশ্লিষ্ট শিখনযোগ্যতা মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক বা PI (পরিশিষ্ট-১ দেখুন) ব্যবহার করে শিখনকালীন মূল্যায়নের রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন। পরিশিষ্ট-২ এ প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতায় কোন কোন PI এর ইনপুট দিতে হবে, এবং কোন প্রমাণকের ভিত্তিতে দিতে হবে, তা দেওয়া আছে। প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে সকল শিক্ষার্থীদের তথ্য ইনপুট দেওয়ার সুবিধার্থে পরিশিষ্ট-৩ এ একটি ফাঁকা ছক রাখা আছে। এই ছকে নির্দিষ্ট শিখন অভিজ্ঞতার নাম ও প্রযোজ্য PI নম্বর লিখে ধারাবাহিকভাবে সকল শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করতে হবে। শিক্ষককে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট PI এর জন্য প্রদত্ত তিনটি মাত্রা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে প্রযোজ্য মাত্রাটি নির্ধারণ করতে হবে এবং সে অনুযায়ী চতুর্ভূজ, বৃত্ত বা ত্রিভূজ (□ ○ △) ভরাট করতে হবে। মনে রাখতে হবে, শিক্ষকের

রেকর্ড রাখার সুবিধার্থে এই চিহ্নগুলো নির্ধারণ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিবেচনায় নিয়ে এই ছকের প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফটোকপি করে সেগুলোতে শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

- ✓ ছকে ইনপুট দেওয়া হয়ে গেলে পরবর্তীতে যেকোনো সুবিধাজনক সময়ে (অভিজ্ঞতা শেষ হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে) এই শিট থেকে শিক্ষার্থীর তথ্য 'নৈপুণ্য' এপস এ ইনপুট দিতে হবে।
- ✓ শিখনকালীন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে যেসকল প্রমাণকের সাহায্যে শিক্ষক পারদর্শিতার নির্দেশকে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা নিরূপণ করেছেন, সেগুলো শিক্ষাবর্ষের শেষ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে হবে।

খ) সামষ্টিক মূল্যায়ন

- ✓ ২০২৪ সালের বছরের মাঝামাঝিতে প্রতিটি বিষয়ের ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন ও বছরের শেষে বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হবে। পূর্ব ঘোষিত এক সপ্তাহ ধরে এই মূল্যায়ন প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচালিত হবে। স্বাভাবিক ক্লাসরুটিন অনুযায়ী বিষয়ের জন্য নির্ধারিত সময়ে শিক্ষার্থীরা তাদের সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য অর্পিত কাজ সম্পন্ন করবে।
- ✓ সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আগেই শিক্ষার্থীদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা বুঝিয়ে দিতে হবে এবং সামষ্টিক মূল্যায়ন শেষে অর্জিত পারদর্শিতার মাত্রা রেকর্ড করতে হবে।
- ✓ শিক্ষার্থীদের প্রদেয় কাজের নির্দেশনা, সামষ্টিক মূল্যায়ন ছক, এবং শিক্ষকের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য নির্দেশাবলী সকল প্রতিষ্ঠানে সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হবে।

গ) শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে করণীয়

- ✓ যদি কোনো অভিজ্ঞতা চলাকালীন সময়ে কোনো শিক্ষার্থী আংশিক সময় বা পুরোটা সময় বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকে, তাহলে ঐ শিক্ষার্থীকে ঐ যোগ্যতাটি অর্জন করানোর জন্য পরবর্তী সময়ে এনসিটিবি'র নির্দেশনা অনুযায়ী নিরাময়মূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। এই নির্দেশনা পরবর্তীতে দেওয়া হবে।

ঘ) আচরণিক নির্দেশক

পরিশিষ্ট ৫ এ আচরণিক নির্দেশকের একটি তালিকা দেওয়া আছে। শিক্ষক বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলগত কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে এই নির্দেশকসমূহে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা নির্ধারণ করবেন। পারদর্শিতার নির্দেশকের পাশাপাশি এই আচরণিক নির্দেশকে অর্জনের মাত্রাও প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্টের অংশ হিসেবে যুক্ত থাকবে। আচরণিক নির্দেশকগুলোতে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা শিক্ষক বছরে শুধুমাত্র দুইবার ইনপুট দিবেন। অর্থাৎ ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সময় একবার এবং বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সময় একবার ইনপুট দিতে হবে।

ঙ) শিক্ষার্থীর সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুতকরণ

পরিশিষ্ট-৪ এ শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট সংযুক্ত করা আছে, যেখানে কোনো একজন শিক্ষার্থীর সবগুলো পারদর্শিতার নির্দেশকে তার অর্জনের মাত্রা উল্লেখ করা হবে। শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের প্রতিবেদন হিসেবে সামষ্টিক মূল্যায়নের ওপর ভিত্তি করে এই ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করা হবে, যা থেকে শিক্ষার্থী, অভিভাবক বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উক্ত বিষয়ে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক অগ্রগতির একটা চিত্র বুঝতে পারবেন।

শিখনকালীন ও সামষ্টিক মূল্যায়নে (ষাণ্মাসিক ও বাৎসরিক) প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জিত পারদর্শিতার মাত্রার ভিত্তিতে তার সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করা হবে। ট্রান্সক্রিপ্টে শিক্ষার্থীর অর্জন পারদর্শিতার নির্দেশকের মাত্রা চিহ্নিত করে প্রকাশ করা হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, শিখনকালীন ও সামষ্টিক মূল্যায়নে (ষাণ্মাসিক ও বাৎসরিক) একই পারদর্শিতার নির্দেশকে একাধিকবার তার অর্জনের মাত্রা নিরূপণ করতে হতে পারে। এরকম ক্ষেত্রে, একই পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর দুই বা ততোধিকবার ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার পর্যবেক্ষণ পাওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে, কোনো একটিতে—

- যদি সেই পারদর্শিতার নির্দেশকে ত্রিভূজ (△) চিহ্নিত মাত্রা অর্জিত হয়, তবে ট্রান্সক্রিপ্টে সেটিই উল্লেখ করা হবে।
- যদি কোনোবারই ত্রিভূজ (△) চিহ্নিত মাত্রা অর্জিত না হয়ে থাকে, তবে দেখতে হবে অন্তত একবার হলেও বৃত্ত (○) চিহ্নিত মাত্রা শিক্ষার্থী অর্জন করেছে কিনা; করে থাকলে সেটিই ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখ করা হবে।
- যদি সবগুলোতেই শুধুমাত্র চতুর্ভূজ (□) চিহ্নিত মাত্রা অর্জিত হয়, শুধুমাত্র সেই ক্ষেত্রে ট্রান্সক্রিপ্টে এই মাত্রার অর্জন লিপিবদ্ধ করা হবে।

চ) মূল্যায়নে ইনক্লুশন নির্দেশনা

মূল্যায়ন প্রক্রিয়া চর্চা করার সময় জেন্ডার বৈষম্যমূলক ও মানব বৈচিত্রহানীকর কোনো কৌশল বা নির্দেশনা ব্যবহার করা যাবেনা। যেমন- নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, লিঙ্গবৈচিত্র্য ও জেন্ডার পরিচয়, সামর্থ্যের বৈচিত্র্য, সামাজিক অবস্থান ইত্যাদির ভিত্তিতে কাউকে আলাদা কোনো কাজ না দিয়ে সবাইকেই বিভিন্নভাবে তার পারদর্শিতা প্রদর্শনের সুযোগ করে দিতে হবে। এর ফলে, কোনো শিক্ষার্থীর যদি লিখিত বা মৌখিক ভাব প্রকাশে চ্যালেঞ্জ থাকে, তাহলে সে বিকল্প উপায়ে শিখন যোগ্যতার প্রকাশ ঘটাতে পারবে। একইভাবে, কোনো শিক্ষার্থী যদি প্রচলিতভাবে ব্যবহৃত মৌখিক বা লিখিত ভাবপ্রকাশে স্বচ্ছন্দ না হয়, তবে সেও পছন্দমত উপায়ে নিজের ভাব প্রকাশ করতে পারবে।

অনেকক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীর বিশেষ কোনো শিখন চাহিদা থাকার ফলে, শিক্ষক তার সামর্থ্য নিয়ে সন্দিহান থাকেন এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। কাজেই এ ধরনের শিক্ষার্থীদেরকে তাদের দক্ষতা/আগ্রহ/সামর্থ্য অনুযায়ী দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়ে তাদের শিখন উন্নয়নের জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

ছ) মূল্যায়নে অ্যাপসের ব্যবহার

জাতীয় শিক্ষাক্রম অনুসারে ২০২৪ সালে ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সকল বিষয়ের শিখনকালীন ও সামষ্টিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শিক্ষকগণ "নৈপুণ্য" অ্যাপটি ব্যবহার করে সম্পন্ন করবেন। শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন ও মূল্যায়ন সংশ্লিষ্ট কাজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণের অংশগ্রহণে এবং শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষার্থীদের তথ্য অন্তর্ভুক্তকরণের মাধ্যমে এ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হবে। শিক্ষাক্রম অনুযায়ী শিখনকালীন ও সামষ্টিক মূল্যায়নের পারদর্শিতা অর্জনে শিক্ষার্থী কোন পর্যায়ে রয়েছে, সেই তথ্য, বিষয় শিক্ষক কর্তৃক ইনপুট দেওয়া হলে শিক্ষার্থীর জন্য স্বয়ংক্রিয় রিপোর্ট প্রস্তুত করে দিবে এই 'নৈপুণ্য' অ্যাপ।

পরিশিষ্ট ১

শিখনযোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক বা Performance Indicator (PI)

যোগ্যতা নং	একক যোগ্যতা	পারদর্শিতার নির্দেশক নং	পারদর্শিতার নির্দেশক	পারদর্শিতার মাত্রা		
				□	○	△
০৭.০৬.০১	নিজের পছন্দ ও সামর্থ্য বিবেচনা করে জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারা এবং স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়নের কৌশল জেনে তা প্রণয়ন করতে পারা।	০৭.০৬.০১.০১	জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারছে	নিজের পছন্দমতো বড় হয়ে কী হতে চায়, তার একটা আপাত লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।	নিজের পছন্দ ও সামর্থ্যের যুক্তিনির্ভর বিশ্লেষণের মাধ্যমে জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।	পছন্দ, সামর্থ্য ও পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনায় নিয়ে নিজের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।
		০৭.০৬.০১.০২	জীবনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারছে	নিজের পছন্দের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য প্রাথমিক (ন্যূনতম) পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে।	কীভাবে ধাপে ধাপে নিজেকে প্রস্তুত করে লক্ষ্যে পৌছাবে, তার একটা পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে।	লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথকে বিভিন্ন মেয়াদে ভাগ করে একটি যৌক্তিক ও সংগঠিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে।
০৭.০৬.০২	প্রযুক্তির উন্নয়ন, শিল্পবিপ্লব এবং স্থানীয় ও জাতীয় পরিস্থিতি ও চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় ও দেশীয় পেশাসমূহের পরিবর্তন বিশ্লেষণ করতে পারা, পেশাগুলোর মৌলিক দক্ষতাসমূহ বিশ্লেষণ করে এইসব দক্ষতা অর্জনে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার	০৭.০৬.০২.০১	পেশাসমূহের পরিবর্তন বিশ্লেষণ করতে পারছে	সময়ের সংগে পেশাসমূহের পরিবর্তন শনাক্ত/অনুধাবন করে তথ্য উপস্থাপন করেছে।	সময়ের সংগে স্থানীয় চাহিদা বিবেচনা করে পেশাসমূহের পরিবর্তনের ধরণ নিরূপন করেছে।	সময়ের সংগে স্থানীয় ও জাতীয় চাহিদা বিবেচনায় রেখে, পেশাসমূহের পরিবর্তনের ধরন অনুযায়ী কারণ নিরূপণ করেছে
		০৭.০৬.০২.০২	পেশার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অনুসন্ধান করতে পারছে	স্থানীয় একটি পেশা পর্যবেক্ষণ করে উক্ত পেশার জন্য কয়েকটি মূল/প্রধান দক্ষতা চিহ্নিত করেছে।	দেশীয় একটি পেশা বিশ্লেষণ করে উক্ত পেশার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতাসমূহ চিহ্নিত করেছে।	পরিচিত একটি পেশা নিয়ে গবেষণা করে (বিভিন্ন তথ্য উৎস ব্যবহার ও পর্যালোচনার মাধ্যমে) উক্ত পেশার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতাসমূহ চিহ্নিত করেছে।

	গুরুত্ব বিশ্লেষণ ও অনুধাবন করতে পারা।	০৭.০৬.০২.০৩	কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারছে	পেশার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা কীভাবে অর্জন করতে হয়, তা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা উপস্থাপন করেছে।	পেশার জন্য প্রয়োজনীয় কোন ধরনের দক্ষতা নিজ এলাকার কোন প্রতিষ্ঠান/সংস্থা থেকে অর্জন করতে হয়, তা সম্পর্কিত ধারণা উপস্থাপন করেছে।	পেশাগত দক্ষতা অর্জনে দেশের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম, কাঠামো ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত ধারণা উপস্থাপন করেছে।
০৭.০৬.০৩	দলগতভাবে বিদ্যালয়ভিত্তিক/সামাজিক স্থানীয় কোনো সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের একাধিক উপায় অন্বেষণ করতে পারা; কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে উক্ত সমস্যার ফলপ্রসু সমাধান চিহ্নিত করতে পারা এবং দলগতভাবে দায়িত্ব ভাগ করে সমাধানে উদ্বুদ্ধ হওয়া।	০৭.০৬.০৩.০১	কোনো লক্ষ্য অর্জনে দলগতভাবে কাজ করতে পারছে	দলগত কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে।	দলগত কাজে অন্যের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে নিজের কাজে পরিবর্তন আনছে।	দলগতকাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও অন্যের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়ার পাশাপাশি অন্যের কাজে সহায়তা করছে।
		০৭.০৬.০৩.০২	দলগতভাবে সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ নিতে পারছে	দলগতভাবে কোনো সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানের প্রাথমিক উপায় চিহ্নিত করেছে।	দলগতভাবে কোনো সমস্যা সমাধানের একাধিক উপায় থেকে একটি ফলপ্রসু সমাধান চিহ্নিত করেছে।	দলগতভাবে কোনো সমস্যার ফলপ্রসু সমাধানে নিজেদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করেছে।
০৭.০৬.০৪	নিজ ও পারিবারিক কাজের দায়িত্ব আস্থার সঙ্গে পালন করতে পারা এবং বিদ্যালয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য শনাক্ত করে দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হওয়া।	০৭.০৬.০৪.০১	নিজের কাজ নিজে করতে পারছে	বাড়িতে নিজের কাজ নিজে করছে।	শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিজের জন্য নির্ধারিত কাজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে করছে।	বাড়িতে এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিজের জন্য নির্ধারিত কাজ স্বতঃস্ফূর্ত ও সুচারুভাবে নিয়মিত করছে।
		০৭.০৬.০৪.০২	পারিবারিক কাজে অংশগ্রহণ করতে পারছে	বাড়িতে পারিবারিক কাজে মাঝে মাঝে সহায়তা করছে।	পারিবারিক কাজে নিয়মিতভাবে সহায়তা করছে।	পারিবারিক কাজে স্বতঃস্ফূর্ত ও নিয়মিতভাবে সহায়তা করছে।

০৭.০৬.০৫	অর্থ ও সম্পদের অপচয় কমিয়ে মিতব্যয়ী আচরণ অনুশীলনের মাধ্যমে সঞ্চয়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ হওয়া এবং নিজের সঞ্চয় দিয়ে স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে অভিভাবকের সহযোগিতায় স্কুল ব্যাংকিংয়ের আওতায় সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে আগ্রহী হওয়া ।	০৭.০৬.০৫.০১	আয় ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করতে পারছে	ব্যক্তিগত আয় ব্যয় সংক্রান্ত হিসাবের খসড়া নিজের মতো করে সংরক্ষণ করছে।	বাড়িতে পদ্ধতিগতভাবে (আর্থিক ডায়েরির ছক অনুসরণ করে) বিশেষ দিনগুলোতে নিজের ব্যক্তিগত আয়-ব্যয় হিসাব করে সংরক্ষণ করছে।	পদ্ধতিগতভাবে (আর্থিক ডায়েরির ছক অনুসরণ করে) যেকোনো পরিস্থিতিতে নিয়মিতভাবে নিজের ব্যক্তিগত আয়-ব্যয় হিসাব করে সংরক্ষণ করছে।
		০৭.০৬.০৫.০২	পরিকল্পিতভাবে সঞ্চয় করতে পারছে	নিজের কাজে বরাদ্দকৃত অর্থ ও সম্পদ থেকে অপচয় কমিয়ে মাঝে মাঝে সঞ্চয় করছে।	নিজের কাজে বরাদ্দকৃত অর্থ ও সম্পদ থেকে অপচয় কমিয়ে নির্দিষ্ট আর্থিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য মাঝে মাঝে সঞ্চয় করছে।	নিজের কাজে বরাদ্দকৃত অর্থ ও সম্পদ থেকে অপচয় কমিয়ে নির্দিষ্ট আর্থিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য স্বতঃস্ফূর্ত ও নিয়মিতভাবে সঞ্চয় করছে।
০৭.০৬.০৬	ভবিষ্যৎ পেশায় প্রাধান্য বিস্তারকারী ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির প্রভাব বিশ্লেষণ করে নিজেকে তার সঙ্গে অভিযোজনের জন্য মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারা।	০৭.০৬.০৬.০১	প্রত্যাশিত ভবিষ্যৎ নিয়ে নিজের কল্পনা উপস্থাপন করতে পারছে	পরিচিত ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি বিবেচনা করে নিজ এলাকার ভবিষ্যতের চিত্র বা গল্প উপস্থাপন করেছে।	পরিচিত ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির সংগে কল্পনা মিশিয়ে নিজ এলাকার ভবিষ্যতের চিত্র বা গল্প উপস্থাপন করেছে।	প্রযুক্তির যুক্তিনির্ভর কিন্তু কাল্পনিক বৈশিষ্ট্য ও ইতিবাচক ব্যবহার বিবেচনায় নিয়ে নিজ এলাকার ভবিষ্যতের চিত্র বা গল্প উপস্থাপন করেছে।
		০৭.০৬.০৬.০২	পেশায় নতুন প্রযুক্তির প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারছে	ভবিষ্যৎ চক্র ব্যবহার করে একটি নির্দিষ্ট পেশায় ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির সাধারণ প্রভাব চিহ্নিত করেছে।	ভবিষ্যৎ চক্র ব্যবহার করে পেশার উপর ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির ইতিবাচক প্রভাব ও ঝুঁকি চিহ্নিত করেছে।	ভবিষ্যৎ চক্র ব্যবহার করে পেশার উপর ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির ইতিবাচক প্রভাব, ঝুঁকি এবং ঝুঁকি মোকাবিলার সম্ভাব্য যৌক্তিক সমাধান চিহ্নিত করছে।
০৭.০৬.০৭	কৃষি ও সেবা খাতের একাধিক কাজ/আইটেমের ওপর প্রাথমিক দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারা।	০৭.০৬.০৭.০১	মৌলিক খাবার রান্না করতে পারছে	বিশেষ প্রয়োজনে নিরাপত্তা মেনে, অন্যদের সহায়তায় মৌলিক কিছু খাবার রান্না করছে।	পরিচ্ছন্নতা ও নিরাপত্তা বজায় রেখে, প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবারের জন্য মৌলিক খাবার রান্না করছে।	পরিচ্ছন্নতা ও নিরাপত্তা বজায় রেখে, নিজের পছন্দমতো বৈচিত্র্যপূর্ণভাবে বিভিন্ন খাবার রান্না করছে।

	(উদাহরণ: কৃষি: চারা গাছ রোপন, গাছের পরিচর্যা, সেবা: কুকিং, ইত্যাদি হতে পারে)	০৭.০৬.০৭.০২	গাছ রোপন ও পরিচর্যা করতে পারছে	সাধারণভাবে গাছ রোপন ও পরিচর্যা করছে।	পদ্ধতিগতভাবে সতর্কতা বজায় রেখে, অন্তত একটি চারা গাছ বাড়িতে/বিদ্যালয়ে সফলভাবে রোপন সম্পন্ন করে পরিচর্যার মাধ্যমে সুস্থভাবে টিকিয়ে রাখতে পেরেছে।	পদ্ধতিগতভাবে সতর্কতা বজায় রেখে অন্তত একটি চারা গাছ নিজ এলাকায় সফলভাবে রোপন সম্পন্ন করে পরিচর্যার মাধ্যমে সুস্থভাবে টিকিয়ে রাখতে পেরেছে।

পরিশিষ্ট ২

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের টপশিট

ষষ্ঠ শ্রেণির নির্দিষ্ট শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের টপশিট পরবর্তী পৃষ্ঠা থেকে ধারাবাহিকভাবে দেওয়া হলো। শিক্ষক কোন অভিজ্ঞতা শেষে কোন পারদর্শিতার সূচকে ইনপুট দিবেন, তা প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতার সাথে দেওয়া আছে। নির্দিষ্ট শিখন অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর যে পারদর্শিতা দেখে শিক্ষক তার অর্জিত মাত্রা নিরূপণ করবেন তা সংশ্লিষ্ট ছকে দেওয়া আছে; এবং যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করে এই ইনপুট দিবেন তাও ছকের ডান পাশে উল্লেখ করা আছে। পরিশিষ্ট-৩ এ শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের একটা ফাঁকা ছক দেওয়া আছে। ঐ ছকের প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি তৈরি করে শিক্ষক প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতার তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণে ব্যবহার করতে পারবেন।

প্রত্যেক অভিজ্ঞতায় শিখনকালীন মূল্যায়নের জন্য একক কাজ/জোড়ায় কাজ/দলগত কাজ/প্রজেক্ট ওয়ার্ক/একক কর্মপত্র/অনুশীলনীর কাজ/প্রতিবেদন তৈরি ইত্যাদি কার্যক্রমের মধ্যে থেকে একটি বা দুইটি নমুনাস্বরূপ এই ছকে দেওয়া হয়েছে। শিক্ষক প্রতিটি অভিজ্ঞতা পরিচালনার পূর্বে ঐ অভিজ্ঞতা সংশ্লিষ্ট সকল পারদর্শিতার নির্দেশক সম্পর্কে গভীরভাবে ধারণা নিয়ে নিবেন এবং এক্ষেত্রে এই ছকের নমুনা শিক্ষককে সাহায্য করবে। মূল্যায়নের সময় এই নমুনা ধারণা ব্যবহার করে শিক্ষক সহায়িকা অনুসারে প্রতিটি কাজ পরিচালনা করবেন। বিভিন্ন ধরনের কাজের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী যেন তার আশেপাশের পরিবেশ থেকে প্রেক্ষাপট নির্বাচন করে, তা লক্ষ্য রাখবেন। কোনো সেশনে শিক্ষার্থী তার পাঠ্যবইয়ের যে ছক, ঘর ইত্যাদি পূরণ করার কথা, সেদিনই কাজের অংশ হিসেবে শ্রেণিকক্ষেই তা পূরণ করেছে কিনা, শিক্ষক তা যাচাই করবেন এবং শিক্ষার্থীর বইয়ে প্রয়োজনীয় উন্নয়নের জন্য পরামর্শ/ফিডব্যাকসহ স্বাক্ষর দিবেন। যে কাজগুলো দলগত, সেগুলো মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষক লক্ষ রাখবেন, দলের প্রত্যেক সদস্য যেন তাদের কাজের উদ্দেশ্য জেনে অংশগ্রহণ করে। দলের প্রত্যেক সদস্যকে পর্যবেক্ষণে রেখে, প্রত্যেককে আলাদা আলাদাভাবে তার পারদর্শিতা অনুযায়ী মূল্যায়ন করবেন।

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়ন ছক		
অভিজ্ঞতা নং : ১ **অভিজ্ঞতার শিরোনাম: কাজের মাঝে আনন্দ** **সংশ্লিষ্ট যোগ্যতা : ০৭.০৬.০৪**		
পারদর্শিতার নির্দেশক নং	**পারদর্শিতার নির্দেশক**	**শিক্ষার্থীর যেসব কাজ/আচরণ দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে**
০৭.০৬.০৪.০১	নিজের কাজ নিজে করতে পারছে	১. ছক: ১.১, ১.২, ১.৪ (১-৭ পয়েন্ট পর্যন্ত) পূরণ ২. 'বাচতে হলে শিখতে হবে'- এই কেসটি পড়ে শিক্ষার্থীর উপলব্ধি একটি বাক্যে প্রকাশ করা ৩. নিজ কাজের ওপর পোস্টার/কোলাজ/কার্টুন/চিত্র/ছবি/তালিকা/গল্প ইত্যাদির যেকোনো একটি কাজ ৪. খেতাব চার্টে নিয়মিত নিজের অবস্থান চিহ্নিত করা ৫. দৃশ্যপট ১, ২ পড়ে দলগতভাবে প্রশ্নগুলোর যুক্তিনির্ভর জবাব প্রস্তুত করা ৬. খাবার গ্রহণ ও বিছানা গোছানোর নিয়মগুলো ব্যাখ্যা/ভূমিকাভিনয় করা ৭. ছক ১.১, ১.২, ১.৪ এর সাপ্তাহিক অনুশীলন চার্ট প্রস্তুত করে তথ্য এন্ট্রি দেওয়া ৮. অভিভাবকের মতামত সংগ্রহ এবং অভিভাবকের মতামত অনুযায়ী শিক্ষার্থীর নিজের কাজ করা (অর্থাৎ শিক্ষার্থীর পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা নং ২, ৮, ৯, ১৫, ১৭, ২০, ২১, ২২, ২৪ এবং স্বমূল্যায়ন ছকের কাজ । এছাড়াও বিদ্যালয়ে অবস্থানকালীন সময়ে বিভিন্ন ধরনের কাজ, সংশ্লিষ্ট আচরণ ও অভিভাবক সভায় বা অন্যান্য সময়ে অভিভাবকের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য।)
০৭.০৬.০৪.০২	পারিবারিক কাজে অংশগ্রহণ করতে পারছে	১. ছক: ১.৩, ১.৪ (৮-১৫ পয়েন্ট পর্যন্ত) সঠিক তথ্য দিয়ে পূরণ ২. পারিবারিক কাজের ওপর পোস্টার/কোলাজ/কার্টুন/চিত্র/ছবি/তালিকা/গল্প ইত্যাদির যেকোনো একটি কাজ ৩. খেতাব চার্টে নিজের অবস্থান চিহ্নিত করা ৪. কাপড়-চোপড় ও অন্যান্য সামগ্রী গোছানোর নিয়মগুলো ব্যাখ্যা/ভূমিকাভিনয় করা ৫. ছক ১.১,১.২,১.৪ এর সাপ্তাহিক অনুশীলন চার্ট প্রস্তুত করে তথ্য এন্ট্রি দেওয়া ৬. অভিভাবকের মতামত সংগ্রহ এবং অভিভাবকের মতামত অনুযায়ী পারিবারিক কাজে অংশগ্রহণ করা ৭. এছাড়াও প্রতিষ্ঠানে অবস্থানকালীন সময়ে বিভিন্ন ধরনের কাজ, সংশ্লিষ্ট আচরণ ও অভিভাবক সভায় বা অন্যান্য সময়ে অভিভাবকের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য।

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়ন ছক		
অভিজ্ঞতা নং : ২ **অভিজ্ঞতার শিরোনাম: পেশার রূপবদল** **সংশ্লিষ্ট যোগ্যতা : ০৭.০৬.০২**		
পারদর্শিতার নির্দেশক নং	**পারদর্শিতার নির্দেশক**	**শিক্ষার্থীর যেসব কাজ/আচরণ দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে**
০৭.০৬.০২.০১	পেশাসমূহের পরিবর্তন বিশ্লেষণ করতে পারছে	১. চিত্র ২.২ " হাসপাতালকেন্দ্রিক পেশাসমূহ' এর খালি ঘরগুলো পূরণ ২. বক্স ২.১ ' আমাদের এলাকার বিভিন্ন পেশার তালিকা' পূরণ ৩. পেশার ধরন পরিবর্তন এর দৃশ্যপট-১ উল্লিখিত প্রশ্নগুলোর জবাব প্রদান ৪. চিত্র ২.৩ ও ২.৪ এর তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা ৫. ছক ২.১ এর সবকটি খালি ঘরে উত্তর সন্নিবেশিত করা ৬. দৃশ্যপট- ২ এ উল্লিখিত প্রশ্নের জবাব প্রদান
০৭.০৬.০২.০২	পেশার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অনুসন্ধান করতে পারছে	১. ছক ২.২ পুরণ ২. তিনটি কেসে (কেস ১, কেস ২ এবং কেস ৩) সন্নিবেশিত প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদান ৩. স্বমূল্যায়ন ছকগুলোতে নিজের অবস্থান যাচাই করে নিজের জন্য প্রস্তাবিত সুপারিশ চিহ্নিত করা
০৭.০৬.০২.০৩	কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারছে	১. তিনটি কেসে (কেস ১, কেস ২ এবং কেস ৩) উপস্থাপিত পেশার মৌলিক দক্ষতাসমূহ অর্জনের জন্য স্থানীয় (নিজ এলাকার) প্রতিষ্ঠানগুলো চিহ্নিত করা ২. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার গুরুত্ব উপস্থাপন (অর্থাৎ পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪২, ৪৩ এবং স্বমূল্যায়ন ছকের কাজ । এছাড়াও বিদ্যালয়ে অবস্থানকালীন সময়ে বিভিন্ন ধরনের কাজ, সংশ্লিষ্ট আচরণ)

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়ন ছক		
অভিজ্ঞতা নং: ৩ **অভিজ্ঞতার শিরোনাম: আগামীর স্বপ্ন** **সংশ্লিষ্ট যোগ্যতা : ০৭.০৬.০৬**		
পারদর্শিতার নির্দেশক নং	**পারদর্শিতার নির্দেশক**	**শিক্ষার্থীর যেসব কাজ/আচরণ দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে**
০৭.০৬.০৬.০১	প্রত্যাশিত ভবিষ্যৎ নিয়ে নিজের কল্পনা উপস্থাপন করতে পারছে	১. চিত্র ৩.১.১ হতে ৩.১.৮ এর পাশে এগুলো সম্পর্কিত তথ্য প্রদান ২. বক্স ৩.১ এ বিস্ময়কর প্রযুক্তি ও অনুভূতি প্রকাশ ৩. বক্স ৩.২ এর নির্দেশনা অনুযায়ী এলাকার পরিচিত প্রযুক্তি নিয়ে ভবিষ্যতের গল্প লিখা/ ছবি/কার্টুন আঁকা ৪. স্বমূল্যায়ন ছকগুলোতে নিজের অবস্থান যাচাই করে নিজের জন্য প্রস্তাবিত সুপারিশ চিহ্নিত করা
০৭.০৬.০৬.০২	পেশায় নতুন প্রযুক্তির প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারছে	১. চিত্র ৩.৫ এর খালি ঘরগুলো যথাযথভাবে পূরণ ২. ভবিষৎ চক্র আঁকার ক্ষেত্রে নিজের পছন্দের প্রযুক্তির বিভিন্ন ধরনের প্রভাব বিবেচনায় রাখা ৩. শিক্ষার্থীদের লেখা নাটক দৃশ্যায়নে/স্ক্রীপ্টে/পরিকল্পনায় প্রযুক্তিকে উপস্থাপন করা

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়ন ছক		
অভিজ্ঞতা নং: ৪ **অভিজ্ঞতার শিরোনাম: আর্থিক ভাবনা** **সংশ্লিষ্ট যোগ্যতা : ০৭.০৬.০৫**		
পারদর্শিতার নির্দেশক নং	**পারদর্শিতার নির্দেশক**	**শিক্ষার্থীর যেসব কাজ/আচরণ দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে**
০৭.০৬.০৫.০১	আয় ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করতে পারছে	১. পৃষ্ঠা নং ৬২ এর ছক অনুকরণে নিজের আয়, ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ ২. ছক ৪.১ আর্থিক ডায়েরির নমুনা অনুযায়ী ছক তৈরি করে হিসাব রাখা ৩. সঞ্চয় সংরক্ষণের উপায় অনুসন্ধানবিষয়ক দলগত কাজে অংশগ্রহণ এবং পাঠ্যবইয়ের ছক ৪.২ পূরণ ৪. পৃষ্ঠা নং ৭১-এ সন্নিবেশিত নমুনার (সাগর সরকারের সঞ্চয় সংক্রান্ত) হিসাব-নিকাস করা ও পরামর্শ প্রদান ৫. স্কুল ব্যাংকিং এর ফরম (পৃষ্ঠা ৭৪, ৭৫, ৭৬) পূরণ
০৭.০৬.০৫.০২	পরিকল্পিতভাবে সঞ্চয় করতে পারছে	১. পৃষ্ঠা ৬০ এর ঈশপের গল্প এবং ৬৪ পৃষ্ঠার ‘রামুর স্বপ্ন’ থেকে সঞ্চয়ের গুরুত্ব সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের জবাব প্রদান

		২. আত্মজিজ্ঞাসার মাধ্যমে নিজের বদঅভ্যাস ও বিলাসিতা (৬৭ পৃষ্ঠা) চিহ্নিত করা এবং অভিভাবকের মতামত সংগ্রহ ৩. শপিং গেইমের মাধ্যমে সঞ্চয় অনুশীলন ৪. ৭২ পৃষ্ঠার নমুনা অবলম্বনে কিছু কেনার জন্য আর্থিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ৫. ৭৭, ৭৮ পৃষ্ঠার স্বমূল্যায়ন ছকে নিজের আত্মপ্রতিফলন উপস্থাপন ৬. আর্থিক ডায়েরিতে সঞ্চয়ের হিসাব

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়ন ছক		
অভিজ্ঞতা নং: ৫ **অভিজ্ঞতার শিরোনাম: আমার জীবন আমার লক্ষ্য** **সংশ্লিষ্ট যোগ্যতা : ০৭.০৬.০৬**		
পারদর্শিতার নির্দেশক নং	**পারদর্শিতার নির্দেশক**	**শিক্ষার্থীর যেসব কাজ/আচরণ দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে**
০৭.০৬.০১.০১	জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারছে	১. তিনটি কেস (সাদিয়া, রিফাত ও আসমার) পর্যালোচনা করে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত ২. ছক ৫.১ 'নিজেকে চেনা' এর ঘরগুলো পূরণ ৩. ছক ৫.২ 'আমার ইচ্ছে তালিকা' য় নিজের ইচ্ছে চিহ্নিত করা ৪. ছক ৫.৩ ' নিজের সম্পর্কে নিকটজনের ভাবনা' এর ঘরগুলো (নিকটজনের সাথে কথা বলে তাদের দেওয়া তথ্য সন্নিবেশিত করে) পূরণ ৫. ছক ৫.৪ ' নিজের ভাবনা' ছকটিতে নির্দেশনা অনুসরণ করে নিজের জীবনের আপাত লক্ষ্য নির্ধারণ করতে নিজের পছন্দ, যোগ্যতা ও অপরের প্রত্যাশা বিবেচনা করা
০৭.০৬.০১.০২	জীবনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারছে	১. 'দারিদ্য জয় করে দারিদ্যের পাশে' এই কেসটি পর্যালোচনার ভিত্তিতে ছক ৫.৪ ' নিজের ভাবনা' উপস্থাপন ২. নিজের জীবনের লক্ষ্যের সাথে মিল রেখে ছক ৫.৫ 'লক্ষ্য পূরণের পরিকল্পনা' তে স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন ৩. ছক ৫.৬ 'লক্ষ্যে পৌঁছানোর রুটিন কাজ' এর ঘর পূরণ ৪. ছক ৫.৬ এ উল্লিখিত কাজগুলো সম্পাদন সম্পর্কে অভিভাবকের মতামত সংগ্রহ

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়ন ছক		
অভিজ্ঞতা নং: ৬ **অভিজ্ঞতার শিরোনাম: দশে মিলে করি কাজ** **সংশ্লিষ্ট যোগ্যতা : ০৭.০৬.০৩**		
পারদর্শিতার নির্দেশক নং	**পারদর্শিতার নির্দেশক**	**শিক্ষার্থীর যেসব কাজ/আচরণ দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে**
০৭.০৬.০৩.০১	কোনো লক্ষ্য অর্জনে দলগতভাবে কাজ করতে পারছে	১. দলগত কাজে অংশগ্রহণ ২. দলগত আলোচনায় অন্যের মতামতকে গুরুত্ব প্রদান ৩. দলগত কাজে আগ্রহসহকারে/স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেকে সম্পৃক্ত করা ৪. দলের অন্যান্যদের সাথে সহযোগিতামূলক আচরণ করা ৫. গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে যৌক্তিক সমাধানে পৌঁছাতে পারছে বা কাজ সম্পন্ন করা
০৭.০৬.০৩.০২	দলগতভাবে সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ নিতে পারছে	১. পৃষ্ঠা ৯৮ এর বক্সে ‘অনুপদের গল্পের মূলভাব উপস্থাপন ২. দলগতভাবে পরিবেশ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ছক ৬.১ 'সমস্যা অনুসন্ধান' পূরণ ৩. দলগতভাবে চিহ্নিত সমস্যার সম্ভাব্য একাধিক সমাধান খুঁজে বের করে ছক ৬.২ পূরণ ৪. দলগতভাবে সম্ভাব্য একাধিক সমাধান থেকে একটি উপায় নির্দিষ্ট করে ছক ৬.৩ পূরণ ৫. পৃষ্ঠা ১১০ এর বক্স: 'সমস্যা সমাধানে আমার প্রয়াস'-এ নিজের উদ্যোগগুলো উল্লেখ করা

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়ন ছক		
অভিজ্ঞতা নং: ৭ **অভিজ্ঞতার শিরোনাম: কুকিং** **সংশ্লিষ্ট যোগ্যতা : ০৭.০৬.০৭**		
পারদর্শিতার নির্দেশক নং	**পারদর্শিতার নির্দেশক**	**শিক্ষার্থীর যেসব কাজ/আচরণ দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে**
০৭.০৬.০৭.০১	মৌলিক খাবার রান্না করতে পারছে	১. নিজের হাতে রান্না করার বিষয়ে আগ্রহী মনোভাব প্রদর্শণ ২. যেকোনো পরিস্থিতিতে প্রয়োজন অনুসারে রান্না করতে পারার দক্ষতা প্রদর্শণ ৩. রান্নার কাজে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা ৪. নিরাপত্তা মেনে রান্নার কাজ সম্পন্ন করা ৫. বৈচিত্র্যপূর্ণভাবে মৌলিক কিছু খাবার (পাঠ্যবইয়ে সন্নিবেশিত) রান্না করা (এই কাজগুলো যাচাইয়ের ক্ষেত্রে পৃষ্ঠা ১১৮, ১২৪, এবং ১৩১ এর স্বমূল্যায়ন ছকের উপস্থাপন ও অভিভাবকের মতামত) দেখে নিতে হবে।)

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়ন ছক		
অভিজ্ঞতা নং: ৮ **অভিজ্ঞতার শিরোনাম: চারাগাছ রোপন** **সংশ্লিষ্ট যোগ্যতা : ০৭.০৬.০৭**		
পারদর্শিতার নির্দেশক নং	**পারদর্শিতার নির্দেশক**	**শিক্ষার্থীর যেসব কাজ/আচরণ দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে**
০৭.০৬.০৭.০২	গাছ রোপন ও পরিচর্যা করতে পারছে	১. চারাগাছ রোপনে উদ্বুদ্ধ হওয়া ২. অন্তত একটি চারা গাছ নিজ এলাকায় রোপন করা ৩. রোপন করা গাছটি নিয়মিত পরিচর্যার মাধ্যমে সুস্থভাবে টিকিয়ে রাখা ৪. পরিবেশ সংরক্ষণে চারাগাছ রোপনের গুরুত্ব উপস্থাপন ৫. চারাগাছ রোপনে অন্যদের মাঝে সচেতনতা তৈরি করা (এই কাজগুলো যাচাইয়ের ক্ষেত্রে পৃষ্ঠা ১৪৩ এর পর্যবেক্ষণ ছকের উপস্থাপন ও অভিভাবকের মতামত দেখে নিতে হবে।)

পরিশিষ্ট ৩

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

নির্দিষ্ট শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের জন্য ফাঁকা ছক পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেওয়া হলো। শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিবেচনায় শিক্ষকগণ প্রতি শিখন অভিজ্ঞতা শেষে এই ছকের প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি তৈরি করে নিবেন। ছকে ইনপুট দেওয়া হয়ে গেলে শিক্ষক পরবর্তীতে যেকোনো সুবিধাজনক সময়ে (শিখন অভিজ্ঞতা শেষ হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে) এই ছকের রেকর্ড থেকে তথ্য 'নৈপূণ্য' অ্যাপে ইনপুট দিবেন।

উদাহরণ:

'কাজের মাঝে আনন্দ' শিখন অভিজ্ঞতায় শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা মূল্যায়নের সুবিধার্থে দুটি পারদর্শিতার নির্দেশক নির্বাচন করা হয়েছে, সেগুলো হলো ০৭.০৬.০৪.০১ এবং ০৭.০৬.০৪.০২ (পরিশিষ্ট-২ দেখা যেতে পারে)। শিক্ষক উক্ত শিখন অভিজ্ঞতার টপশিটের সাথে পরের পৃষ্ঠায় দেওয়া ছকটি পূরণ করে ব্যবহার করবেন। নিচে নমুনা হিসেবে কয়েকজন শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মাত্রা কীভাবে রেকর্ড করবেন তা দেখানো হলো।

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়ন ছক

প্রতিষ্ঠানের নাম :			তারিখ:
অভিজ্ঞতা নং : ০১	শ্রেণি : ষষ্ঠ	বিষয় : জীবন ও জীবিকা	শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর
শিখন অভিজ্ঞতার শিরোনাম : **কাজের মাঝে আনন্দ**			রায়হানা আহমেদ

রোল নং	নাম	প্রযোজ্য PI নং	
		০৭.০৬.০৪.০১	০৭.০৬.০৪.০২
০১	তনিমা চৌধুরী	□●△	□○▲
০২	মারুফ আহমেদ	□●△	□●△
০৩	অমিত কুণ্ডু	□○▲	□○▲
০৪	নিলুফার ইয়াসমিন	■○△	□●△
০৫	রুনু সরকার	□○▲	□●△
০৬	অর্ণব রোজারিও	□○▲	□●△

প্রতিষ্ঠানের নাম :			তারিখ:
অভিজ্ঞতা নং :	শ্রেণি : ষষ্ঠ	বিষয় : জীবন ও জীবিকা	শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর :
শিখন অভিজ্ঞতার শিরোনাম :			

রোল নং	নাম	প্রযোজ্য PI নং		
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△

রোল নং	নাম	প্রযোজ্য PI নং		
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△

পরিশিষ্ট ৪

শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট

প্রতিষ্ঠানের নাম			
শিক্ষার্থীর নাম			
শিক্ষার্থীর আইডি:	**শ্রেণি : ষষ্ঠ**	**বিষয় : জীবন ও জীবিকা**	**শিক্ষকের নাম :**

পারদর্শিতার নির্দেশক	**পারদর্শিতার মাত্রা**		
০৭.০৬.০১.০১ জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারছে	নিজের পছন্দমতো বড় হয়ে কী হতে চায়, তার একটা আপাত লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।	নিজের পছন্দ ও সামর্থ্যের যুক্তিনির্ভর বিশ্লেষণের মাধ্যমে জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।	পছন্দ, সামর্থ্য ও পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনায় নিয়ে নিজের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।
০৭.০৬.০১.০২ জীবনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারছে	নিজের পছন্দের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য প্রাথমিক ন্যূনতম) পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে।	কীভাবে ধাপে ধাপে নিজেকে প্রস্তুত করে লক্ষ্যে পৌছাবে, তার একটা পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে।	লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথকে বিভিন্ন মেয়াদে ভাগ করে একটি যৌক্তিক ও সংগঠিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে।
০৭.০৬.০২.০১ পেশাসমূহের পরিবর্তন বিশ্লেষণ করতে পারছে	সময়ের সংগে পেশাসমূহের পরিবর্তন শনাক্ত/অনুধাবন করে তথ্য উপস্থাপন করেছে।	সময়ের সংগে স্থানীয় চাহিদা বিবেচনা করে পেশাসমূহের পরিবর্তনের ধরণ নিরূপণ করেছে।	সময়ের সংগে স্থানীয় ও জাতীয় চাহিদা বিবেচনায় রেখে, পেশাসমূহের পরিবর্তনের ধরন অনুযায়ী কারণ নিরূপণ করেছে।
০৭.০৬.০২.০২ পেশার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অনুসন্ধান করতে পারছে	স্থানীয় একটি পেশা পর্যবেক্ষণ করে উক্ত পেশার জন্য কয়েকটি মূল/প্রধান দক্ষতা চিহ্নিত করেছে।	দেশীয় একটি পেশা বিশ্লেষণ করে উক্ত পেশার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতাসমূহ চিহ্নিত করেছে।	পরিচিত একটি পেশা নিয়ে গবেষণা করে (বিভিন্ন তথ্য উৎস ব্যবহার ও পর্যালোচনার মাধ্যমে) উক্ত পেশার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতাসমূহ চিহ্নিত করেছে।

০৭.০৬.০২.০৩ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারছে			
	পেশার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা কীভাবে অর্জন করতে হয়, তা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা উপস্থাপন করেছে।	পেশার জন্য প্রয়োজনীয় কোন ধরনের দক্ষতা নিজ এলাকার কোন প্রতিষ্ঠান/সংস্থা থেকে অর্জন করতে হয়, তা সম্পর্কিত ধারণা উপস্থাপন করেছে।	পেশাগত দক্ষতা অর্জনে দেশের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম, কাঠামো ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত ধারণা উপস্থাপন করেছে।
০৭.০৬.০৩.০১ কোনো লক্ষ্য অর্জনে দলগতভাবে কাজ করতে পারছে			
	দলগত কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে।	দলগত কাজে অন্যের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে নিজের কাজে পরিবর্তন আনছে।	দলগতকাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও অন্যের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়ার পাশাপাশি অন্যের কাজে সহায়তা করছে।
০৭.০৬.০৩.০২ দলগতভাবে সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ নিতে পারছে			
	দলগতভাবে কোনো সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানের প্রাথমিক উপায় চিহ্নিত করেছে।	দলগতভাবে কোনো সমস্যা সমাধানের একাধিক উপায় থেকে একটি ফলপ্রসু সমাধান চিহ্নিত করেছে।	দলগতভাবে কোনো সমস্যার ফলপ্রসু সমাধানে নিজেদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করেছে।
০৭.০৬.০৪.০১ নিজের কাজ নিজে করতে পারছে			
	বাড়িতে নিজের কাজ নিজে করছে।	শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিজের জন্য নির্ধারিত কাজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে করছে।	বাড়িতে এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিজের জন্য নির্ধারিত কাজ স্বতঃস্ফূর্ত ও সুচারুভাবে নিয়মিত করছে।
০৭.০৬.০৪.০২ পারিবারিক কাজে অংশগ্রহণ করতে পারছে			
	বাড়িতে পারিবারিক কাজে মাঝে মাঝে সহায়তা করছে।	পারিবারিক কাজে নিয়মিতভাবে সহায়তা করছে।	পারিবারিক কাজে স্বতঃস্ফূর্ত ও নিয়মিতভাবে সহায়তা করছে।
০৭.০৬.০৫.০১ আয় ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করতে পারছে			
	ব্যক্তিগত আয় ব্যয় সংক্রান্ত হিসাবের খসড়া নিজের মতো করে সংরক্ষণ করছে।	বাড়িতে পদ্ধতিগতভাবে (আর্থিক ডায়েরির ছক অনুসরণ করে) বিশেষ দিনগুলোতে নিজের ব্যক্তিগত আয়-ব্যয় হিসাব করে সংরক্ষণ করছে।	পদ্ধতিগতভাবে (আর্থিক ডায়েরির ছক অনুসরণ করে) যেকোনো পরিস্থিতিতে নিয়মিতভাবে নিজের ব্যক্তিগত আয়-ব্যয় হিসাব করে সংরক্ষণ করছে।
০৭.০৬.০৫.০২ পরিকল্পিতভাবে সঞ্চয় করতে পারছে			
	নিজের কাজে বরাদ্দকৃত অর্থ ও সম্পদ থেকে অপচয় কমিয়ে মাঝে মাঝে সঞ্চয় করছে।	নিজের কাজে বরাদ্দকৃত অর্থ ও সম্পদ থেকে অপচয় কমিয়ে নির্দিষ্ট আর্থিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য মাঝে মাঝে সঞ্চয় করছে।	নিজের কাজে বরাদ্দকৃত অর্থ ও সম্পদ থেকে অপচয় কমিয়ে নির্দিষ্ট আর্থিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য স্বতঃস্ফূর্ত ও নিয়মিতভাবে সঞ্চয় করছে।

০৭.০৬.০৬.০১ প্রত্যাশিত ভবিষ্যৎ নিয়ে নিজের কল্পনা উপস্থাপন করতে পারছে			
	পরিচিত ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি বিবেচনা করে নিজ এলাকার ভবিষ্যতের চিত্র বা গল্প উপস্থাপন করেছে।	পরিচিত ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির সংগে কল্পনা মিশিয়ে নিজ এলাকার ভবিষ্যতের চিত্র বা গল্প উপস্থাপন করেছে।	প্রযুক্তির যুক্তিনির্ভর কিন্তু কাল্পনিক বৈশিষ্ট্য ও ইতিবাচক ব্যবহার বিবেচনায় নিয়ে নিজ এলাকার ভবিষ্যতের চিত্র বা গল্প উপস্থাপন করেছে।
০৭.০৬.০৬.০২ পেশায় নতুন প্রযুক্তির প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারছে			
	ভবিষ্যৎ চক্র ব্যবহার করে একটি নির্দিষ্ট পেশায় ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির সাধারণ প্রভাব চিহ্নিত করেছে।	ভবিষ্যৎ চক্র ব্যবহার করে পেশার উপর ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির ইতিবাচক প্রভাব ও ঝুঁকি চিহ্নিত করেছে।	ভবিষ্যৎ চক্র ব্যবহার করে পেশার উপর ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির ইতিবাচক প্রভাব, ঝুঁকি এবং ঝুঁকি মোকাবিলার সম্ভাব্য যৌক্তিক সমাধান চিহ্নিত করছে।
০৭.০৬.০৭.০১ মৌলিক খাবার রান্না করতে পারছে			
	বিশেষ প্রয়োজনে নিরাপত্তা মেনে, অন্যদের সহায়তায় মৌলিক কিছু খাবার রান্না করছে।	পরিচ্ছন্নতা ও নিরাপত্তা বজায় রেখে, প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবারের জন্য মৌলিক খাবার রান্না করছে।	পরিচ্ছন্নতা ও নিরাপত্তা বজায় রেখে, নিজের পছন্দমতো বৈচিত্র্যপূর্ণভাবে বিভিন্ন খাবার রান্না করছে।
০৭.০৬.০৭.০২ গাছ রোপন ও পরিচর্যা করতে পারছে			
	সাধারণভাবে গাছ রোপন ও পরিচর্যা করছে।	পদ্ধতিগতভাবে সতর্কতা বজায় রেখে, অন্তত একটি চারা গাছ বাড়িতে/বিদ্যালয়ে সফলভাবে রোপন সম্পন্ন করে পরিচর্যার মাধ্যমে সুস্থভাবে টিকিয়ে রাখতে পেরেছে।	পদ্ধতিগতভাবে সতর্কতা বজায় রেখে অন্তত একটি চারা গাছ নিজ এলাকায় সফলভাবে রোপন সম্পন্ন করে পরিচর্যার মাধ্যমে সুস্থভাবে টিকিয়ে রাখতে পেরেছে।

পরিশিষ্ট ৫

আচরণিক নির্দেশক (Behavioural Indicator, BI)

আচরণিক নির্দেশক	শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা		
	□	○	△
১. দলগত কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে অংশ নিচ্ছে না, তবে নিজের মত করে কাজে অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ না করলেও দলগত নির্দেশনা অনুযায়ী নিজের দায়িত্বটুকু যথাযথভাবে পালন করছে	দলের সিদ্ধান্ত ও কর্মপরিকল্পনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে, সেই অনুযায়ী নিজের ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করছে
২. নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে বিনিময়/শেয়ার করছে, এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে	দলের আলোচনায় একেবারেই মতামত দিচ্ছে না অথবা অন্যদের কোনো সুযোগ না দিয়ে নিজের মত চাপিয়ে দিতে চাইছে	নিজের বক্তব্য বা মতামত কদাচিৎ প্রকাশ করলেও জোরালো যুক্তি দিতে পারছে না অথবা দলগত আলোচনায় অন্যদের তুলনায় বেশি কথা বলছে	নিজের যৌক্তিক বক্তব্য ও মতামত স্পষ্ট ভাষায় দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের যুক্তিপূর্ণ মতামত মেনে নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা করছে
৩. নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কিছু কিছু কাজের ধাপ অনুসরণ করছে কিন্তু ধাপগুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারছে না	পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ অনুসরণ করছে কিন্তু যে নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে কাজটি পরিচালিত হচ্ছে তার সাথে অনুসৃত ধাপগুলোর সম্পর্ক স্থাপন করতে পারছে না	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া মেনে কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে, প্রয়োজনে প্রক্রিয়া পরিমার্জন করছে
৪. শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো কদাচিৎ সম্পন্ন করছে, তবে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করেনি	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো আংশিকভাবে সম্পন্ন করছে এবং কিছু ক্ষেত্রে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো যথাযথভাবে সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে
৫. পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে	সঠিক পরিকল্পনার অভাবে সকল ক্ষেত্রেই কাজ সম্পন্ন করতে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করছে কিন্তু সঠিক পরিকল্পনার অভাবে কিছুক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে
৬. দলগত ও একক কাজের বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনগড়া বা অপ্রাসঙ্গিক তথ্য দিচ্ছে এবং ব্যর্থতা লুকিয়ে রাখতে চাইছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা, কাজের প্রক্রিয়া ও ফলাফল বর্ণনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিস্তারিত তথ্য দিচ্ছে তবে এই বর্ণনায় নিরপেক্ষতার অভাব রয়েছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিচ্ছে
৭. নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে	এককভাবে নিজের উপর অর্পিত দায়িত্বটুকু পালন করতে চেষ্টা করছে তবে দলের অন্যদের সাথে সমন্বয় করছে না	দলে নিজ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দলের মধ্যে যারা ঘনিষ্ঠ শুধু তাদেরকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করছে	নিজের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করছে এবং দলগত কাজে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করছে

৮. অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে গুরুত্ব দিচ্ছে না এবং নিজের দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে স্বীকার করছে এবং অন্যের যুক্তি ও মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখে তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে এবং গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরছে
৯. দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে	প্রয়োজনে দলের অন্যদের কাজের ফিডব্যাক দিচ্ছে কিন্তু তা যৌক্তিক বা গঠনমূলক হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের গঠনমূলক ফিডব্যাক দেয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু তা সবসময় বাস্তবসম্মত হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে যৌক্তিক, গঠনমূলক ও বাস্তবসম্মত ফিডব্যাক দিচ্ছে
১০. ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতার অভাব রয়েছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করছে কিন্তু পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতা বজায় রাখতে পারছে না	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে

পরিশিষ্ট ৬

আচরণিক নির্দেশকে শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলগত কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য এই ছক অনুযায়ী শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত মাত্রা রেকর্ড করবেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বেই তৈরি করে নিতে হবে।

সামষ্টিক মূল্যায়ন

প্রতিষ্ঠানের নাম:		শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর: তারিখ:

শ্রেণি: ষষ্ঠ	বিষয়: জীবন ও জীবিকা

		প্রযোজ্য BI নং									
রোল নং	নাম	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

		প্রযোজ্য BI নং									
রোল নং	নাম	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ